অভুক্ত গাজাবাসীদের মৃত্যু
আমাদের অপরাধ ও তার শরয়ি বিধান

ড. ফজল বিন আবদুল্লাহ মুরাদ

অধ্যাপক : শরিয়া বিভাগ, কাতার ইউনিভার্সিটি

অনুবাদ : মাওলানা আরিফুল ইসলাম

শিক্ষক : ইফতা বিভাগ, মাদরাসা আলী রা.

পাঠানটুলি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

অভুক্ত গাজাবাসীদের মৃত্যু
আমাদের অপরাধ ও তার শরয়ি বিধান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য।.. দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।..

হামদ ও সালামের পর..

আমি এখানে গাজার বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা, মানুষকে অনাহারে হত্যা ও সীমান্ত পথ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি দেখাবো—কাউকে অনাহারে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার শাস্তি কিসাস অথবা -অন্তত- দিয়্যাত। এ ব্যাপারে সকল মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম একমত। তা ছাড়া এটি এমন অপরাধ যা আল্লাহর গজব ও লানত ডেকে আনে।

হত্যায় সরাসরি জড়িত (المباشر) বা পরোক্ষভাবে যুক্ত (المتسبب)—সকলের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন : * কেউ বাধ্য হয়ে সীমান্ত বন্ধ করেছে; * দখলদার শত্রু তাকে ত্রাণ প্রবেশে বাধা দিতে বলেছে, আর সে ওই আদেশ মেনে নিয়েছে; * পরবর্তী বা পূর্ববর্তী কোনো চুক্তি বা সমঝোতার আলোকে শত্রুর সাথে একমত হয়েছে; * প্রকাশ্যে বা গোপনে তাদের সহযোগিতা করেছে—এরা সকলেই ইচ্ছাকৃত হত্যায় অংশগ্রহণকারী। হয়ত সরাসরি; অথবা স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে; অথবা সম্মতি বা সহায়তা দিয়ে। এই হত্যার দায় ও অপরাধ ওই সব মুফতি সাহেবানের কাঁধেও, যারা ভুল ফতোয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; মুসলিম ভাইদেরকে নিরাশ করেছে; খালেকের পরিবর্তে মাখলুকের মন রক্ষার্থে ফতোয়া দিয়েছে। কুরআনের সুস্পষ্ট ও অকাট্ট দলিলের আলোকে তাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের লানত।

আমি এখানে দিফায়ি (আত্মরক্ষামূলক) জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো না, যা ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে ফরজে আইন এবং যে ব্যাপারে কেবল জাহেল ও দরবারি আলেমরাই দ্বিমত পোষণ করতে পারে, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে

আগত হিদায়াত ও সুস্পষ্ট বাণীসমূহকে গোপন করে। কুরআনের সুস্পষ্ট দলিলের আলোকে তাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের লানত—

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩﴾ [البقرة: ١٥٩]

নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ও হিদায়াত গোপন করে, আমি তা মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়ার পর, তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতকারীরাও লানত বর্ষণ করে। [সুরা বাকারা : ১৫৯]

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মাজলুমকে সাহায্য করা ইসলামে ওয়াজিব। শুধু ওলামায়ে কেরাম নয়, সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। অতএব মাজলুমকে সাহায্য করা ইসলামের একটি মৌলিক ও অকাট্য বিধান, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে প্রমাণিত।

গাজায় আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর যে জুলুম চালানো হচ্ছে, এর চেয়ে ভয়ংকর জুলুম আর হতে পারে না। তাদেরকে অভুক্ত রাখা এবং জায়নবাদী শত্রুদের অবরোধে ফেলে রাখা, গুরুতর কবিরা গুনাহ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ, যার জন্য কিসাস অথবা দিয়্যাত আবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত।

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কাছে খাবার-পানীয় পৌঁছতে বাধা দেয় এবং এর ফলে সে মৃত্যুবরণ করে, তার ব্যাপারে কেসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। এটা মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি ফকিহদের মত। আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর দুই শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহিমাহুমাল্লাহর মতে তার উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

এক্ষেত্রে সরাসরি হত্যাকারী আর পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশগ্রহণকারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব * যে ব্যক্তি সীমান্ত বন্ধ করে দিবে; * এতে সহায়তা করবে; * শত্রুর সাথে একমত পোষণ করবে; * কিংবা চুক্তির ভিত্তিতে বা বাধ্য

হয়ে তাদের আদেশের অনুসরণ করবে—তারা সকলে ইচ্ছাকৃত ও আগ্রাসী হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে গণ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে সরাসরি হত্যাকারী আর পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশগ্রহণকারী এবং স্বেচ্ছায় হত্যাকারী আর বাধ্য হয়ে হত্যাকারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এটাই মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি, জাহেরি ও অন্যান্য মাযহাবের মত।

আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সকল সুরতকেই অন্তর্ভুক্ত করে :

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহাশাস্তি। (সুরা নিসা : ৯৩)

কেউ যদি হলফ করে বলে, 'যে ব্যক্তি সীমান্ত বন্ধ করে, গাজায় খাবার-পানীয় পৌঁছতে বাধা প্রদান করে অথবা এতে সহায়তা বা সমর্থন করে; সে এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত' তাহলে সে সুস্পষ্ট সত্য বলেছে এবং তাকে কাফফারা দিতে হবে না।

হত্যার ক্ষেত্রে ইকরাহ বা বাধ্য করার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়—এটা ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত। অতএব কেউ যদি তোমাকে হত্যার আদেশ করে, তাহলে সেটা মান্য করা তোমার জন্য বৈধ হবে না। চাই সেটা সরাসরি হোক বা পরোক্ষভাবে। যেমন : খাবার-পানীয় পৌঁছতে বাধা দিয়ে কাউকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া।

বর্তমানে সবচেয়ে বড় জুলুমগুলোর একটি হলো সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া এবং মুসলমানদেরকে তা খুলে খাবার পৌঁছাতে বাধা প্রদান করা। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার নেতা, সর্দার বা কোনো পক্ষের আনুগত্য করছে, সেও এই অপরাধে শামিল। আল্লাহর সামনে পেশ করার মতো তার কোনো ওজর বা দলিল নেই।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه أمره بقتله ظلما كان عليه وعلى الإمام القود وكانا كقاتلين معا.

যদি কোনো ব্যক্তি জানে যে, তাকে যে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে [এবং এতদসত্ত্বেও সে ওই হত্যাটি করে], তাহলে তার উপরও কিসাস আসবে এবং তাকে যে আদেশ করেছে তার উপরও কিসাস আসবে। যেন তারা উভয়ে মিলেই হত্যাটা করেছে। (আল-উম্ম ৬/৪৪)

আমি এখানে সকল মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যেন বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কত বড় অন্যায় ও ফৌজদারি অপরাধে জড়িত। আর ইচ্ছাকৃত আগ্রাসী এই হত্যাকাণ্ডের গুনাহ প্রত্যেকেই তার অবস্থান অনুযায়ী বহন করবে।

এক. হানাফি মাযহাব

হানাফি ফকিহগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের কাছে মালিকানাধীন পানি থাকা সত্ত্বেও একান্ত নিরুপায় ও জীবনাশের আশংকাকারী কোনো ব্যক্তিকে তা হতে বাধা দেয়—অথচ সে পানি চাইছে—তাহলে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ। ইমাম কাসানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول لهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم.

... যদি তারা মালিকানাধীন এই কূপ ছাড়া আর কোনো কূপ না পায় এবং একান্ত নিরুপায় হয়ে যায় ও জীবননাশের আশংকা করে, তাহলে কূপের মালিককে বলা হবে, হয়ত তুমি নিজে আমাদেরকে পানি এনে দাও অথবা আমাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দাও। যদি সে কোনোটিতেই রাজি না হয়, তাহলে তারা জীবন বাঁচানো

পরিমাণ পানি গ্রহণের জন্য তার সাথে সসস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৬/১৮৯)

অনুরূপভাবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে আটক করে রাখে, ফলে সে ক্ষুধা ও পিপাসায় মারা যায়; তার উপর পূর্ণ দিয়্যাত আবশ্যক হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৭/২৩৪)

দুই. মালেকি মাযহাব

মালেকি ফকিহগণ কিসাস আবশ্যক হওয়ার কারণগুলো বর্ণনাকালে এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, কিসাস আবশ্যককারী একটি বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে খাবার থেকে বিরত রাখার ফলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। অনুরূপভাবে কেউ যদি সরাসরি হত্যা না করে, বরং পরোক্ষভাবে হত্যায় জড়িত থাকে, তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। এমনকি যে ব্যক্তিকে কিসাস সাব্যস্তকারী কোনো কাজের আদেশ করা হয়েছে বা তাতে বাধ্য করা হয়েছে, ফলে সে কাজটি করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে। কারণ, কোনো মুসলমানকে হত্যা করার 'আদেশ' কার্যকর করার সুযোগ নেই। সরাসরিও নয়, পরোক্ষভাবেও নয়।

মুহাম্মদ শানকিতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أنه إذا منع شخص شخصا من الطعام حتى مات فإنه يقتص منه انتهى...: ولفظ ابن عرفة: من صور العمد ما ذكر ابن يونس عن بعض القرويين أن من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل قتله ... وقال التتائي عند قوله "ومنع طعام" ما نصه: وسواء طعام نفسه أو غيره.

কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে খাবার থেকে বিরত রাখার ফলে যদি সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তাহলে তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে।... ইচ্ছাকৃত হত্যার একটি সুরত হলো, ব্যক্তি নিজের কাছে থাকা অতিরিক্ত পানি থেকে কোনো

মুসাফিরকে একথা জেনেও বাধা দেওয়া যে, তাকে পানি না দিলে সে মারা যাবে এবং এই বাধা দেওয়াটা তার জন্য বৈধ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বারণকারীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে, যদিও সে সরাসরি হত্যা করেনি।... 'খাবার হতে বারণ করা'র ব্যাখ্যায় ইমাম তাতায়ি বলেন, বারণকারী নিজ খাবার থেকে বারণ করুক বা অন্যের খাবার থেকে—সর্বাবস্থায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (লাওয়ামিউদ দুরার ১৩/২৮)

মাওয়াক রাহিমাহুল্লাহ ইবনুল কাসসার থেকে নকল করে বলেছেন,

أو يطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا.

তাকে ঘরে বন্দী করে রাখা হোক বা খাদ্য গ্রহণে বাধা প্রদান করা হোক—ক্ষুধার কারণে যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে উপরোক্ত বিধানই প্রযোজ্য হবে। (আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ৮/৩০৪)

আল্লামা খলিল বলেছেন,

وإن تعدد المباشر، ففي المالأة يقتل الجميع، وإلا قدم الأقوى.

হত্যার মধ্যে যদি সরাসরি একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে, তাহলে কিসাসস্বরূপ সকলকেই হত্যা করা হবে, যদি সকলে এ কাজকে সমর্থন দিয়ে থাকে। অন্যথায় যার মাধ্যমে সরাসরি হত্যার কাজটা সম্পন্ন হয়েছে তাকে হত্যা করা হবে। (মুখতাসারুল খলিল ২৩০)

তবে মালেকি মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মত হলো, যে সরাসরি হত্যা করবে এবং যে পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশ নেবে—উভয়কেই কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে। এমনিভাবে বাধ্য ও বাধ্যকারী উভয়কে হত্যা করা হবে। কেননা ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে ইকরাহ চলে না। (অর্থাৎ ইকরাহ অবস্থায়ও কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়।) অতএব যে ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তি, পক্ষ বা রাষ্ট্র অন্য কাউকে

হত্যা করতে বাধ্য করলো, চাই তা যেকোনো উপায়েই হোক না কেনো, যেমন খাবার-পানি পৌঁছতে না দেওয়ার মাধ্যমে, যেমনটি গাজায় ঘটছে; ওই ব্যক্তির জন্য বাধ্যকারীর অনুসরণ করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। যদি করে এবং এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়, তাহলে * যে আদেশ করেছে, * যে বাধ্য করেছে এবং * যে তা কার্যকর করেছে—তাদের সকলকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে। এটা মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি ফকিহদের মাযহাব। আর হানাফি ফকিহগণ বলেন, কিসাস কেবল বাধ্যকারীর উপর আসবে; তবে আগ্রাসী হত্যার গুনাহে সকলে শামিল থাকবে।

তিন. শাফেয়ি মাযহাব

শাফেয়ি ফকিহগণ বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে আটক করে রেখেছে এবং তার কাছে খাবার-পানীয় পৌঁছতে বাধা দিয়েছে, সে খাবার-পানি তলব করেও পায়নি, ফলে ক্ষুধা ও পিপাসায় মারা গিয়েছে, এমতাবস্থায় কিসাস আবশ্যক হবে। এমনিভাবে যে সরাসরি হত্যা করেনি বরং পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশ নিয়েছে, তার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ : কেউ কোনো ব্যক্তিকে জখম করলো, আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করল না, ফলে মারা গেল, এমতাবস্থায় জখমকারী ব্যক্তি থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। অনুরূপভাবে ইকরাহের ক্ষেত্রেও বাধ্য ও বাধ্যকারী—উভয় থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।

শাফেয়ি মাযহাবের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কিছু কিতাবের উদ্ধৃতি :

প্রথমত : শাফেয়ি ফকিহগণ ফতোয়া দিয়েছেন—বন্দীত্বের কারণে ক্ষুধার্ত হয়ে মারা গেলে কিসাস আবশ্যক হবে।

আমি বলি, গাজার অবরুদ্ধ অবস্থাও ঠিক এরূপ। কেননা তারা সর্বদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এবং এক্ষেত্রে যেসব শর্তের কথা সকল মাযহাবের ফকিহগণ উল্লেখ করে থাকেন, তার সবই এখানে বিদ্যমান রয়েছে।

মিনহাজুত তালেবিনে বলা হয়েছে,

ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد.

যদি কেউ কাউকে আটক করে খাবার-পানি থেকে বঞ্চিত রাখে এবং তা চাওয়ার সুযোগও না দেয়, আর এমতাবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে; তাহলে এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে বিবেচিত হবে, যদি এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে যে, এর মধ্যে মানুষ সাধারণত ক্ষুধা বা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করে। (মিনহুজুত তালেবিন ২৬৯; আরো দেখুন মুগনিল মুহতাজ ৫/২১৫)

আর রওযাতুত তালেবিন ও আশ-শরহুল কাবিরে সুস্পষ্টরূপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তার উপর কিসাস আবশ্যক হবে। (রওযাতুত তালেবিন ৯/১২৬; আশশরহুল কাবির ১০/১২৪)

ثانيا: نصوص الشافعية أن القصاص في المتسبب لا في المباشر فقط في عموم كتبهم:

দ্বিতীয়ত : শাফেয়ি ফকিহগণ বলেছেন—কিসাস কেবল সরাসরি হত্যার বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশগ্রহণকারীর উপরও কিসাস আবশ্যক হবে।

ইবনে হাজার হাইতামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجبت القصاص)؛ لأن البرء لا يوثق به وإن عالج.

মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি চিকিৎসা না করিয়ে মারা যায়, তাহলে কিসাস আবশ্যক হবে। কারণ, চিকিৎসা করালেও সুস্থতা নিশ্চিত না। (তুহফাতুল মুহতাজ ৮/৩৮৫)

আন-নাজমুল ওয়াহহাজে বলা হয়েছে,

(ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات .. وجب القصاص) أي: على الجارح بلا خلاف؛ لأن البرء غير موثوق به والجناية في نفسها مهلكة.

আঘাতকারীর উপর কিসাস আবশ্যক হওয়ার মাঝে কোনো ইখতিলাফ নেই। কারণ, সুস্থতা অনিশ্চিত; আর আঘাতটা স্বয়ংই ছিল প্রাণঘাতী। (আন-নাজমুল ওয়াহহাজ ৮/৩৩৭)

তৃতীয়ত : শাফেয়ি ফকিহগণ বলেন—'ইকরাহ বা বাধ্যকরণ' এবং 'অন্যের আদেশ' কারো পেট ভরাতে পারে না, ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না এবং অপরাধের দায় থেকেও মুক্তি দিতে পারে না।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكره.

কেউ যদি কাউকে হত্যা করতে বাধ্য করে, তাহলে বাধ্যকারীর উপর কিসাস আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে তার উপরও। (মুগনিল মুহতাজ ৫/২২১)

চার. হাম্বলি মাযহাব

প্রথমত : হাম্বলি ফকিহগণ স্পষ্টরূপে বলেছেন—যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার আছে তার উপর আবশ্যক হলো খাবারের অভাবে নিরুপায় ব্যক্তিকে খাবার প্রদান করা। যদি সে এটি না করে তাহলে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য তার সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ। এতে যদি নিরুপায় ব্যক্তি নিহত হয় তাহলে শহীদ বলে গণ্য হবে এবং হত্যাকারীর উপর আল্লাহর বিধান—কিসাস অথবা দিয়্যাত আবশ্যক হবে; আর

অপর ব্যক্তি নিহত হলে কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। (অর্থাৎ নিরুপায় ব্যক্তির উপর এই হত্যার কারণে কিসাস বা দিয়্যাত আবশ্যক হবে না।)

ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه، لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمى معصوم، فلزمه لم بذله له، كما يلزمه بذل منافعه فى إنجائه من الغرق والحريق، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه؛ لأنه مستحق له دون مالكه، فجاز له أخذه، كغير ماله، فإن احتيج فى ذلك إلى قتال، فله المقاتلة عليه، فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه، فهو هدر؛ لأنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل.

খাবারের মালিকের যদি খাবারের প্রয়োজন না থাকে এবং সে নিরুপায় না হয় তাহলে নিরুপায় ব্যক্তিকে তা দিয়ে দেওয়া আবশ্যক। কারণ এর দ্বারা একজন মাসুম (অর্থাৎ নিরাপত্তা গুণে গুণান্বিত) ব্যক্তির জীবন রক্ষা পাচ্ছে। সুতরাং নিরুপায় ব্যক্তিকে তা দিয়ে দেওয়া আবশ্যক। যেমন পানিতে ডুবে যাওয়া বা আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে কাউকে বাঁচানোর জন্য নিজের সামর্থ্য ব্যয় করা আবশ্যক। যদি সে তা না করে তাহলে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য তা জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া বৈধ। কারণ সে এটির হকদার, যদিও মালিক নয়। সুতরাং তার জন্য জোর করে নেওয়া বৈধ। যেমন অন্যের সম্পদ তার জন্য (অনুমতি ছাড়া নেওয়া) বৈধ। আর এজন্য যদি যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় তখন নিরুপায় ব্যক্তির জন্য যুদ্ধ করাও বৈধ। এতে সে নিহত হলে শহীদ বিবেচিত হবে। এবং হত্যাকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। আর যদি জোরপূর্বক নিতে গিয়ে মালিক নিহত হয়, তাহলে তার রক্ত মূল্যহীন বিবেচিত হবে, যার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। কারণ

সে যুদ্ধ করে নিরুপায় ব্যক্তির উপর জুলুম করেছে। সুতরাং সে ইচ্ছাকৃত আক্রমণকারীর সাদৃশ। (আলমুগনি ১৩/৩৩৯)

দ্বিতীয়ত : একইভাবে হাম্বলি ফকিহগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে খাবার-পানীয় থেকে বঞ্চিত করেছে এবং এর ফলে সে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েছে, ওই ব্যক্তি হত্যাকারী বিবেচিত হবে এবং এই কারণে তার উপর কিসাস আবশ্যক হবে।

ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ ইচ্ছাকৃত ও আগ্রাসী হত্যার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

أن يحبسه في مكان، ويمنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت، فعليه القود؛ لأن هذا يقتل غالبا.

হত্যার একটি প্রকার হলো—কাউকে একটি জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা এবং এতদিন পর্যন্ত খাবার-পানি থেকে বিরত রাখা, যাতে সাধারণত মানুষ বেঁচে থাকে না। এমতাবস্থায় [আবদ্ধ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে] আবদ্ধকারীর উপর কিসাস আবশ্যক হবে। কারণ এজাতীয় বন্দীদশা প্রায়শই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে থাকে। (আলমুগনি ১১/৪৫৩)

তৃতীয়ত : কোনো দল যদি কাউকে হত্যা করার জন্য একতাবদ্ধ হয় এবং পরস্পর সহায়তা করে, তাহলে এই কারণে তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। এটি জুমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الجماعة إذا قتلوا واحدا، فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء،

وقتادة. وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي.

কোনো দল যদি একজন মানুষকে হত্যা করে, তাহলে দলের প্রত্যেকের উপর কিসাস ওয়াজিব হবে, যদি তাদের প্রত্যেকের কার্যকলাপ আলাদভাবে কিসাসের যোগ্য হয়। এটি হযরত উমর, আলী, মুগিরা ইবনে শুবা ও ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এ মতই গ্রহণ করেছেন সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বাসরি, আবু সালামা, আতা ও কাতাদা রহিমাহুমুল্লাহ। আর এটিই ইমাম মালিক, সাওরি, আওযায়ি, শাফেয়ী, ইসহাক, আবু সাওর ও আসহাবুর রায়ের মাযহাব। (আলমুগনি ১১/৪৯০)

পাঁচ. জাহিরি মাযহাব

জাহিরি ফকিহগণ উল্লিখিত ফুকাহায়ে কেরামের মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে অনাহারে হত্যা করে, সে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।

ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

ومن قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب - وهو يدري أنه مسلم - فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه: من ضرب، أو طعن، أو رمي، أو صب من حالق، أو تحريق أو تغريق، أو شدخ، أو إجاعة أو تعطيش، أو خنق أو غم، أو وطء فرس، أو غير ذلك - لا تحاش شيئا.

যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে বা দারুল হারবে জেনেশুনে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, তাকে নিহত ব্যক্তির ওলি (উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক) কিসসাস্বরূপ একই পদ্ধতিতে হত্যা করতে পারে। যেমন প্রহার করে,

আঘাত করে, তীর নিক্ষেপ করে, পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, মাথা থেতলে দিয়ে, ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত রেখে, গলা টিপে, শ্বাসরোধ করে, ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করে অথবা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে। কোনো বাধা নেই। (আলমুহাল্লা বিল আসার ১০/২৩৯)

দ্বিতীয়ত : যে ব্যক্তি খাওয়ার জন্য কোনো কিছুই পায় না এবং একান্ত নিরুপায় হয়ে যায়, তার জন্য যে ব্যক্তি তাকে খাবার গ্রহণে বাধা দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যদি নিরুপায় ব্যক্তি তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে এবং নিকৃষ্ট পরিণামের মুখোমুখি হবে। কারণ সে বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভূক্ত।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال أبو محمد: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة، أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمي؛ لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير - وبالله تعالى التوفيق. وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله؛ لأنه منع حقا، وهو طائفة باغية، قال تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: ٩] ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - وبالله تعالى التوفيق.

আবু মুহাম্মদ বলেন, কোনো নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মৃতপ্রাণী অথবা শুকরের গোশত খাওয়া বৈধ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার সহচর মুসলিম কিংবা যিম্মির কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার থাকে। কেননা ক্ষুধার্ত ও অনাহারীকে খাবার খাওয়ানো খাবারের

মালিকের উপর ফরজ। আর এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি মৃতপ্রাণী বা শুকরের গোশত খেতে বাধ্য ও নিরুপায় নয়। আল্লাহই তাওফিকদাতা!

[খাবারের মালিক যদি খাবার দিতে সম্মত না হয় তাহলে] নিরুপায় ব্যক্তির জন্য এই নিয়ে যুদ্ধ করাও বৈধ। এতে যদি তাকে হত্যা করা হয় তাহলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস আবশ্যক হবে। আর যদি খাবার দিতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি নিহত হয়, তাহলে সে আল্লাহর লানতের শিকার হবে। কারণ সে হক থেকে বঞ্চিত করেছে এবং বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর জুলুম করে তাহলে যে দল জুলুম করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না সেই দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। [সুরা হুজরাত:৯] আর হক থেকে বঞ্চিতকারী ব্যক্তি তার ভাইয়ের হক আদায় না করে তার উপর জুলুম করেছে। এই একই কারণে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা। (আলমুহাল্লা বিলআসার ৪/২৮১)

আজকের গাজা সংকটে সত্য মিথ্যা স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা সীমান্তগুলো বন্ধ রেখেছে এবং গাজার ভাইবোনদের এক ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে—চাই তা শত্রুর সাথে আঁতাত করে হোক, তাদের সমর্থন করে হোক অথবা পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হোক—তাদের উপর শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কিসাস অথবা দিয়্যাতের বিধান জারি হবে। পাশাপাশি তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর গজব, লানত ও চিরস্থায়ী শাস্তি।

সুতরাং ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের শাসক ও সাধারণ নাগরিক যার কাছেই এই পয়গাম পৌঁছুবে তার অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হবে, নিজ ভাইদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়া, জুলুম ও অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করা এবং আল্লাহর কাছে সীমান্ত বন্ধ ও ত্রাণসহায়তায় বাধা প্রদানে যেকোনো ধরণের সম্পৃক্ততা থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ﴾ [المائدة: ٣٢]

যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, প্রাণের বদলা কিংবা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষকে রক্ষা করল। [সুরা মায়েদা: ৩২]

তা ছাড়া আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যমগুলোর একটি হলো দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারীকে আহার করানো। যেমনটি সুরা বালাদের ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

যারা এতিম-মিসকিন ও অসহায়-দরিদ্রকে আহার করাতে অবহেলা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠিন আজাবের হুমকি দিয়েছেন। এমনকি যারা তাদেরকে আহার করানোর ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করতে অবহেলা করে, তাদের জন্যও এই শাস্তি। তাহলে যারা সরাসরি খাদ্য পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং অবরোধ করে অনাহারে হত্যা করে তাদের অবস্থা কত ভয়াবহ হতে পারে! আল্লাহ তাআলা এই অপরাধকে কুফরের সঙ্গে এবং নামায পরিত্যাগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেছেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ۝٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ۝٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ۝٤٤﴾ [المدثر: ٤٢-٤٤]

তোমাদের এমন কী কাজ ছিল যা তোমাদেরকে সাকারে নিয়ে গেল। তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না। এবং মিসকিনদের খাওয়াতাম না। [সুরা মুদ্দাসসির: ৪২-৪৪]

আর আল্লাহ তাআলা তাদের হক ও অধিকার সাব্যস্ত করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে,

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ۝٢٦﴾ [الإسراء: ٢٦]

আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। আর অপব্যয় করো না। (সুরা বনি ইসরাইল : ২৬)

﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ﴾ [النساء: ٣٦]

আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে, এতিম, মিসকিন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশি, অনাত্মীয় প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। [সুরা নিসা: ৩৬]

আয়াতে উল্লেখিত সবগুলোই মানুষের দায়িত্ব ও অধিকার।

গাজার সকল শ্রেণীর লোকই এসকল নসের আওতাভুক্ত, যেগুলো তাদের সাহায্য-সহায়তাকে ফরজ ঘোষণা করে এবং তাদের উপর জুলুম-নির্যাতনকারী ও তাদের ভূমি—প্রকৃতপক্ষে যা ইসলামেরই ভূমি—দখলকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরজ ঘোষণা করে।

এগুলো কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধান। আর ইজমাও অকাট্য প্রমানের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন,

يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا.

মাজলুমকে সাহায্য করা এবং যে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে চায় তাকে যেকোনোভাবে প্রতিহত করা ওয়াজিব। আর এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই। (নাইলুল আওতার ১১/১১০)

গাজায় মুসলিমদের উপর যে নৃশংস জুলুম-অত্যাচার করা হচ্ছে তার চেয়ে ভয়াবহ জুলুম আর কী হতে পারে?

অতএব গাজাবাসীকে উদ্ধার করা, তাদের সাহায্য করা, তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া এবং যেই জায়নবাদী শত্রু তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রতিটি মুসলিম দেশ, সরকার ও সমগ্র মুসলিম জাতির ফরজ দায়িত্ব। এতে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই। যদি কেউ দ্বিমত করে থাকে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট, মূর্খ ও নফসের পূজারি এবং জালিমের অনুসারী। পবিত্র কুরআনে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বিবৃত হয়েছে এবং এমন শাস্তির ঘোষণা এসেছে, যা শুনলে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩﴾ [البقرة: ١٥٩]

নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ও হিদায়াত গোপন করে, আমি তা মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়ার পর, তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতকারীরাও লানত বর্ষণ করে। [সুরা বাকারা : ১৫৯]

বিনিময়ে তারা সামান্য যে ভোগ-বিলাস উপভোগ করে, তা আগুন দিয়ে উদরভর্তি বৈ কিছুই নয়! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤﴾ [البقرة: ١٧٤]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা শুধু আগুনই তাদের উদরে পুরে। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সুরা বাকারা: ১৭৪]

আমি চাইলে এখানে আরও অনেক ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য তুলে ধরতে পারতাম। তবে যার হৃদয়ে অনুভুতি আছে এবং যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে

ও গ্রহণ করে, তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহই তাওফিকদাতা এবং সঠিক পথের দিশারী।

* * * *